প্রশ্ন- ২৮ ঃ দৈনিক সংগ্রাম ৬-১২-১৯৯৭ ইং তারিখে প্রকাশিত বাইতুল মোকাররমের খতীব ওবাইদুল হক সাহেব বলেছেন- *"যারা শুধুমাত্র শবে-বরাত উপলক্ষে দিনে রোযা রাখে এবং রাতে নফল ইবাদত এবং আনুষাঙ্গিক অনুষ্ঠানাদী পালন করে- তারা এটাকে প্রথা বা একটি রসম রেওয়াজে পরিনত করেছে"*। এছাড়া তিনি বলেন, *"যারা ইসলামকে রসম রিওয়াজ ও প্রথা হিসাবে ব্যবহার করবে, তারা আল্লাহর কাছে কোন প্রকার*

BANGLADESH JUBOSENA
www.sunnibarta.com

খায়ের, বরকত হাসেল করতে পারবে না" (দৈনিক সংগ্রাম ৬-১২-৯৭ ইং), খতীব সাহেবের এ ধরনের কথা সঠিক কি না?

ফতোয়া ঃ মোটেই সঠিক নয়- কয়েকটি কারনে। (১) তিনি শবে-বরাতের রোযা ও রাতের নফল ইবাদতকে প্রথা বলেছেন। প্রথা অর্থ লোকাচার বা লোকেরা যা প্রচলন করে। কিন্তু শবে বরাতের রোযা ও রাতের ইবাদত তো লোকাচার নয়- বরং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত। সুন্নাতকে লোকাচার বা রুসম রেওয়াজ বলা কুফরী তুল্য এবং নবীর শানে এহানত বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য। একজন আলেম হয়ে তিনি কিভাবে এমন জাহেলী কথা বললেন- ভাবতে অবাক লাগে। (২) তিনি আনুষাঙ্গিক অনুষ্ঠানাদীর কোন ব্যাখ্যা দেননি- তাই তার কথা বাতিল। মুসলমানগণ বুযুর্গানেদ্বীনের প্রবর্তিত নিয়মাবলী পালন করেন মাত্র- মনগড়া কিছু করেন না। এটাকে রুসম রেওয়াজ বলে উড়িয়ে দেয়া ধৃষ্টতার শামিল। বুযুর্গানেদ্বীনের প্রবর্তিত নিয়ম কানুন বা রেওয়ায যদি কোরআন সুন্নাহর আলোকে হয়, তাহলে ডবল সাওয়াব পাবে প্রবর্তক- (হাদীস) (৩) তিনি আরও বলেছেন- "যারা ইসলামকে রসম রিওয়াজ ও প্রথা হিসাবে ব্যবহার করবে, তারা কোন খায়র বরকত পাবেনা"। তাঁর এই কথা সম্পূর্ণ মনগড়া। তিনি কি জানেন না- নামাযের পাঞ্জেগানা জামাত, শুক্রবারের জুমা, দুই ঈদ ও হজ্ব- সবই তো ইসলামী অনুষ্ঠান। তা হলে তার কথামত সবই ছেড়ে দিতে হবে এবং এগুলোতে কোন খায়র ও বরকত পাবে না। নাউযুবিল্লাহ। বোখারী শরীফে আছে-

اَحَبُّ الْاَعْمَالِ عِنْدَ اللّٰهِ اَدْوَمُهَا وَاَقْوَمُهَا–

অর্থাৎ– নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- যে আমল সদাসর্বদা ও নিয়মিত আদায় করা হয়- উহাই আল্লাহর নিকট প্রিয়তম আমল"। চাই উহা নফলই হোকনা কেন।

বুঝা গেল- শবে বরাতের রোযা ও রাতের এবাদত এবং আনুষাঙ্গিক অনুষ্ঠাদী নিয়মিত আমল করাই আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয় আমল। এমন উত্তম আমলকে খতীব সাহেব খয়ের বরকত বিহীন বলে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন ও ওহাবী প্রেমেরই প্রমাণ দিয়েছেন। কোন হককানী আলেম এমন মনগড়া কথা বলতে পারে না। তার উচিত ছিল দলীল দিয়ে কথা বলা।